দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 13 AUG 1996
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

pub/opinion

060

শিক্ষাঙ্গনে

পরীক্ষায় দুর্নীতি কেন?

"শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড।" জীব জগতের অস্তিত্ব রক্ষার্থে মেরুদণ্ড যতটুক সহায়ক মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থেও শিক্ষা ততটুকু সহায়। তাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দলমত নির্বিশেষে শিক্ষার প্রতি ঝোঁক অন্যান্য দিক থেকে সংগত কারণেই একটু বেশী। এ শিক্ষা কেউ দান করে, কেউ গ্রহণ করে। তবে দাতা ও গ্রহীতা উভয়পক্ষই শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য দু'টি অংশ। একটি অংশকে বাদ দিয়ে অপরটির অস্তিত্বের আশা করা যায় না। সে শিক্ষা হোক সুশিক্ষা কিংবা এর পরিপন্থী, হোক স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা মক্তব, মাদ্রাসা ইত্যাদিতে।

শিক্ষাদান ও গ্রহণ উভয়ই পুন্য কাজ। বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) বলেছেনঃ হও শিক্ষিত বা শিক্ষার্থী বা শ্রোতা বা শুভাকাংখী কিন্তু পঞ্চম স্থানে থেকো না। এতদ্ব্যতীত বিশ্বের জ্ঞানী, গুণী, মনীষী, ধর্মযাজক সকলেই শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে তারতম্য ও পার্থক্য উপস্থাপন করেছেন বহু ক্ষেত্রে। কিন্তু সে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি নিয়ে শুধুই আলোচনা, সমালোচনা সর্বোপরি প্রহসন চলছে প্রায়ই সর্বত্র। তবে তা ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে হওয়াটা খুবই দুঃখজনক।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র। অতএব, অন্যান্য ধর্মশিক্ষার তুলনায় মুসলিম শিক্ষা-দীক্ষা অনেকটা বেশী থাকবে সংগত কারণেই। এ ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে অসংখ্য মক্তব, মাদ্রাসা, সর্বোপরি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। ইসলামী শিক্ষার প্রচার, প্রসার ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত জাতীয় চিন্তাধারা ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে গ্রামে-গঞ্জে তথা সর্বত্র দিনদিন গড়ে উঠছে অগনিত মাদ্রাসা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রণয়ন করছেন যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম। ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে দেয়া হচ্ছে আধুনিক শিক্ষা। ফলে দ্বিমুখী শিক্ষা গ্রহণেচ্ছুক শিক্ষার্থীরা দলে দলে ঝুঁকে পড়ছে মাদ্রাসা তথা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে। কারণ মানুষ ধর্মের প্রতি সহজাতভাবে আকৃষ্ট। প্রতিটি মানুষ চায় ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে এবং ধর্ম সম্পর্কে কিছু জানতে। কিন্তু আগেকার দিনে সে আগ্রহের বাস্তবায়নে গতিরোধ করেছিল ভাষার জটিলতা।

অধুনা প্রতিটি ভাষায় ইসলামী শিক্ষার প্রচার প্রসারার্থে ধর্মীয় ভাষা আরবী হতে ভাষান্তরিত করা হচ্ছে ইসলামী শিক্ষার মূল উৎস কোরআন, হাদিস তথা সংশ্লিষ্ট পুস্তকাদি। ফলে সে জটিলতার অবসান তরান্বিত হয় এবং ইসলামী শিক্ষার আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠতে থাকে ধর্মপ্রিয় জনমনে।

পক্ষান্তরে শিক্ষার্থীগণকে ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে আধুনিক শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করনের লক্ষ্যে পাঠ্য করতে থাকেন বাংলা, ইংরেজীসহ সকল বিষয়ের পুস্তকাদি।

শিক্ষাবর্ষের সময়সীমা প্রতিটি বছরই মাসের পর মাস কমে আসছে। প্রথম বর্ষের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যতালিকা শেষ তো দূরে থাক, শুরু করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার আগে দ্বিতীয় বর্ষের আহবান এসে দাঁড়ায় প্রথম বর্ষের দোর গোড়ায়। ফলে অনিবার্য কারণেই পাঠ্যসূচী শেষ হবার আগেই দ্বিতীয় বর্ষে পাড়ি জমাতে হয় নতুন পাঠ্য তালিকার সহিত সাক্ষাতের নিমিত্তে। কিন্তু বেশ কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হয় না। শিক্ষাবর্ষের ছুটির ঘন্টা স্বরূপ বেজে উঠে পরীক্ষার ঘন্টা। ফলে ছাত্রদের বেরিয়ে পড়তে হয় নতুন আগমনেচ্ছুক ছাত্রদের সুবিধার্থে কিন্তু প্রশ্ন শুধু এখানেই যে, শিক্ষাবর্ষের কয় মাসই বা লেখাপড়া হলো? আর নির্ধারিত পাঠ্যতালিকারই বা কি হলো? শিক্ষক পাঠ্যতালিকা সমাপন করাতে কতটুকু সক্ষম হলেন? আর শিক্ষার্থীই বা কতটুকু আহরণ করতে পারলো পাঠ্যতালিকার রস।

উদারণস্বরূপ বর্তমান বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফাজিল ক্লাসের পাঠ্যসূচীর কথাই উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ক্লাসের প্রথম এবং প্রধান বিষয় তফসীরুল কোরআন। (কোরআন শরীফ ব্যাখ্যাসহ শিক্ষাদান)। অত্র কোরআনের সুরা ইয়াছিন হতে সুরা নাস পর্যন্ত প্রায় সাড়ে আট প্যারাই সিলেবাস। অত্র বিষয়ের উপর আলোচনার জন্য মাদ্রাসা কর্তৃক সময় নির্ধারণ করেন শিক্ষা সপ্তাহে ৬ দিন থেকে ৪ ঘন্টা।

১ দিনের শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বস্তরের নিয়মানুযায়ী ১ ঘন্টা সমান সর্বোচ্চ ৪৫ মিনিট।

লক্ষ্যণীয় যে, কোরআনে পাকের যে কোন সুরার প্রারম্ভিকায় উক্ত সুরার নামকরণ, শানেনুযুল তথা প্রাসংগিক বক্তব্যের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় পুরো ৪৫ মিনিট। কিন্তু এখনও মূল বক্তব্যে আসা হয়নি। বাধ্য হয়ে অসমাপ্ত অবস্থাতেই বেরিয়ে আসতে হয় শিক্ষক মহোদয়কে ক্লাস থেকে। অথচ এতেকরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী দু'পক্ষই রয়ে গেলো অতৃপ্ত। এভাবে শিক্ষাবর্ষে সীমানা পেরিয়ে যায়। কিন্তু পাঠ্যতালিকা থেকে যায় অসমাপ্ত। কিন্তু বর্ষের শেষে চূড়ান্ত পরীক্ষায় বোর্ড কর্তৃপক্ষ পুরো সিলেবাসের আদ্যোপান্ত হতে প্রশ্ন করে নিজ দায়িত্ব আদায় করেন সুচারুরূপে। অথচ তলিয়ে দেখা হয়নি ছাত্রদের দেয়া পাঠ্যতালিকার কোন হালত? এভাবেই বছরের পর বছর যাচ্ছে। ফলে ছাত্রদের পরীক্ষা নামক বিভীষিকার মোকাবেলা করতে হয় অভিভাবক, বোর্ড কর্তৃপক্ষ তথা জনসাধারণের কাংখিত পন্থার পরীপন্থী তরীকায়। যা দেশের সর্বত্র পরীক্ষায় দুর্নীতি হিসেবে সুপরিচিত। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? শিক্ষার্থী? শিক্ষক না সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ?

অতএব, "মেরুদণ্ড" নামক হাড়টি ক্রমশঃই বাঁকা হয়ে যেতে বাধ্য। এর পরিণামে ভুগছে দেশ, জাতি তথা জনসাধারণ। কিন্তু এভাবে আর কতো চলবে? এভাবে চলতে দেয়া গেলে দেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয় না হলেও তেমন দুর্বোধ্যও নয়।

তাই সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, এরকম দুর্নীতি অবলম্বনে বাধ্যকারী শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি শুভ দৃষ্টি হেনে দেশ ও জাতির মেরুদণ্ডকে পুনরায় শক্ত ও সোজা করণে সহায়তা দানে এগিয়ে এসে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

—কাজী মুহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম খান